সংবাদ

তারিখ 6 SEP 2013
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

২০১৪ সালের মধ্যে

আদিবাসীদের ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করবে সরকার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. মো. আফছারুল আমীন বলেছেন, আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করবে। গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম, অগ্রগতি ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আশ্বাস দেন।

কালচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির (সিডিএস) উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সহযোগিতায় কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন আইএলও-বাংলাদেশ-এর উর্ধ্বতন পরিচালক গগন রাজ ভান্ডারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, আইসিডিপি-পরি ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সেলিনা আক্তার প্রমুখ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা।

গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগামী বছর পহেলা জানুয়ারি থেকে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী চালু করা হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ৭১ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে, কিছুদিনের মধ্যে আরও ১৫ হাজার শিক্ষকের চূড়ান্ত নিয়োগ হবে। মন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের মধ্যে সরকারিভাবে বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১ হাজার ৫শ বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

এমএলই ফোরামের আহ্বায়ক কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল বিশেষ করে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে আদিবাসীদের দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন শিথিল করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। আদিবাসীদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাঁওতাল ভাষাভাষীদের জন্য রোমান না বাংলা হরফ ব্যবহার হবে, দ্রুত এই দ্বন্দ্ব নিরসনে তিনি সাঁওতালদের ঐকমত্যে পৌঁছানোর অনুরোধ জানান।

সেমিনারে গারো, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল ও ওঁরাও জাতির লোকজনসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।